টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গীপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
দাদাঠাকুর)

শীতবস্ত্রের বিপুল আয়োজন
সর্ব্বপ্রকার শাল, আলোয়ান, র‍্যাগ, খদ্দর চাদর এবং গরম কোট ও সার্টের কাপড় আসিয়াছে।
বিভিন্ন মিলের ধুতি, শাড়ী, বোম্বে প্রিন্টেড টেরিকট, টেরিলিনের শাড়ী ও যাবতীয় টেরিকট, টেরিলিন ও সুতী সার্টিং ও কোটিং এর বিরাট আয়োজন।
মুন্দ্রা বস্ত্রালয়
জঙ্গীপুর পোষ্ট অফিসের পার্শ্বে

৫৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২১শে পৌষ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 6th Jan. 1971 | ৩২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

Wanted a Clerk experienced in Municipal Collection Works preferably Matriculate and local candidate on the prescribed scale of pay and allowances. Applications should reach the undersigned within 20-1-71.

Chairman,
Jangipur Municipality.

কলেজ ও পাঠাগারের
...নের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

হেড-কেরানী হতে পিওন,
এদের ক্বচিৎ একটি বাদে,
আদালতে চৌর্য-পেশা
চালাচ্ছে যে নির্বিবাদে।
—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে পৌষ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

॥ ১৯৭১ এর সূচনায় ॥

ইংরাজী নববর্ষ আরম্ভ হইল। ১৯৭০ কে পিছনে ফেলিয়া ১৯৭১ সাল তাহার একটি বছরের পরমায়ু লইয়া আসিয়া উপস্থিত। 'ভূতরূপ সিন্ধুজলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর'—মধুকবির বক্তব্যে আমরা 'কত শত আশালতা শুখায়ে মরিল' দেখিয়াছি। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিগতই হউক বা আর যেমনই হউক না কেন, সার্বিক হিসাব-নিকাশ আজিকার দিনের আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে।

পশ্চিম বাংলায় বিগত বৎসরে আমরা অনেক দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইতে দেখিয়াছি। যুক্তফ্রণ্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি দেখা দিল গত মার্চ মাসে; ফ্রন্টিয় শরিকগুলি পারস্পরিক খেয়ো-খেয়িতে দেশের প্রশাসনকে তথা বত্রিশ দফার যুক্তফ্রন্টিয় প্রতিশ্রুতিকে শিকায় উঠাইয়াছিল। তাহার পর আবার রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হইল। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ানের বেতার বক্তৃতায় তৎকালে তাঁহাকে ভরত হইয়া রাজ্যশাসন করিবার কথা শুনিয়া[illegible] ভরতকে চৌদ্দ বৎসর রামের পাদুকার উপর[illegible]ত্র ধরিয়া অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যশাস[illegible]র্য চালাইতে হইয়াছিল। প্রশাসনিক ব্যাপারেও কোথাও কোন ত্রুটি ঘটিয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে ভরত-শাসনে দেশ জাহান্নামের পথে গিয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য। আর্থিক, সামাজিক প্রভৃতি 'ইক'-প্রত্যয় ঘটিত সকল দিকেই প্রচণ্ড সংকট। কি কেন্দ্র, কি রাজ্য—সর্বত্রই পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের নানা বাগাড়ম্বর শুনা গিয়াছে। বাস্তবচিত্র বেকারত্বের প্লবঙ্গতা, দৈনন্দিন অপরিহার্য দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য। আর আইন শৃঙ্খলা? সে কথা না তোলাই ভাল। রাস্তায় রাস্তায় খুন-জখম যেভাবে বা যে হারে হইতেছে, বোমাবাজিতে জনগণ যেভাবে শঙ্কিত, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সমাজব্যবস্থা এক প্রচণ্ড আঘাতের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সুখের কথা এ হেন ভরতের রাজ্যপরিচালনা বেশীদিন স্থায়ী হইবে না। কিন্তু দেশের ক্রমবর্দ্ধমান আইন-শৃঙ্খলার অবনতিতে প্রধান মন্ত্রীকে যখনই দৃপ্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিতে শুনিলাম যে, তিনি রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবেনই, তাহার পর হইতেই অশান্তি আরও ব্যাপক আকারে বাড়িল। আবার এই সব হাঙ্গামা ও খুনজখমের প্রশ্নে তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, ইহা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, ভারতের সর্বত্র তথা বিশ্বের সর্বত্র চলিতেছে। প্রধান মন্ত্রী একদিন বলিয়াছিলেন যে, রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা না আসা পর্যন্ত অন্তর্বর্তী নির্বাচন সম্ভব নয়; অথচ আজ দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হইয়াছে কিনা তিনিই জানেন, এই রাজ্যে নির্বাচনের কথা তিনি ভাবিতেছেন।

ভাবিতেছেন বিধানসভার নির্বাচনের বিষয়টি। শুধু তাই নয়, এই রাজ্যের অনেক কিছুই তিনি ভাবিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। তবে যিনি যাহাই বলুন, একটা কথা আজ কাহারও বুঝিতে বাকি নাই যে, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কোন বিচার-বিবেচনা এই রাজ্যের প্রয়োজনে ততটা নয়, যতটা প্রধান মন্ত্রীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে।

১৯৭০ পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া কলিকাতায় যাহা আনিয়া দিয়াছে তাহা হইতেছে, মানুষের আতঙ্ক। আগের দিনে মারামারি দেখিলে লোকে ছুটিয়া গিয়া থামাইতে চেষ্টা করিত। এখন প্রকাশ্যে খুন হইতে দেখিয়া অপরাধীকে ধরা দূরে থাকুক, সেখান হইতে পালাইতে পারিলে লোকে বাঁচে। অপরপক্ষে যাহারা অপরাধপ্রবণ, তাহারা আজ স্থির জানিয়াছে যে, যে পাপই তাহারা করুক না কেন, তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। পুলিশ আসিবে না, জনসাধারণের ত কথাই নাই। ইহা ছাড়া কোন রাজনৈতিক দলই সর্বত্র নিরাপদ নয়।

ইহার জের ১৯৭১ এও আসিয়া পড়িয়াছে। বর্তমান বৎসর এই রাজ্যের মানুষকে আর কিছু দিক বা না দিক, একটু স্বস্তি দিতে পারিলেই সকলে ধন্য হন। কিন্তু তাহা হইবে কি? রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল অপেক্ষা আপন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধি যদি বড় হয়, তবে তিনি যত বিশ্বজোড়া বাহবাই পান না কেন, এই বিষবৃক্ষের ফল তাঁহাকেও স্পর্শ করিতে বাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে স্বাভাবিক জীবন কি ১৯৭১ এ আসিবে? নূতন বৎসরের আরম্ভে এই দুশ্চিন্তার রেখা আজ সকলেরই কপালে অঙ্কিত।

পোষ্ট্যাল সুপারের অসহযোগিতা

বিগত কয়েক মাস হইতে তেলাঙ্গল ও মালিয়াডাঙ্গা গ্রাম দুইখানির সর্ব্বস্তরের অধিবাসিবৃন্দ বোখারা পোষ্টঅফিসের সহিত উক্ত গ্রাম দুইখানির অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন নিবেদন করিতেছেন। কারণ তাঁহাদের গ্রামের নিকট পোষ্টঅফিস হওয়ায় ঐ সুবিধা তাঁহারা চাহিতেছেন কিন্তু পোষ্ট্যাল সুপার তাঁহাদের সে আবেদনে সাড়া দিতে চাহিতেছেন না। বর্ত্তমানে রেডিও, সংবাদপত্র মাধ্যমে ফলাও করিয়া প্রচার করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিয়া আরও নূতন নূতন পোষ্ট-অফিস খোলা হইবে এবং গ্রামের মানুষের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিয়া অধিকতর সেবার মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইবে। দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হেতু এইগুলির প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন পোষ্টঅফিস খোলা তো দূরের কথা—গ্রামের সাধারণ মানুষ এক পোষ্টঅফিস হইতে অন্য পোষ্ট-অফিসে অন্তর্ভুক্তির আবেদন করিলে, তাহাও ফলপ্রসূ হয় না—তাহারই এক নিদর্শন দিয়াছেন মুর্শিদাবাদ ডিভিসনের পোষ্টাল সুপার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উপরোক্ত গ্রাম দুইখানি (যাহা বর্ত্তমানে ধনপৎগঞ্জ পোষ্ট অফিসের

তৃতীয় পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

অন্তর্গত) বোখারা পোষ্ট অফিসের সহিত অন্তর্ভুক্তির প্রার্থনা করেন এবং তাহা পোষ্ট্যাল ওভারসীয়র ও ইনস্পেক্টর মহোদয় সমর্থন করেন এবং আবেদন জানান, তবুও মুর্শিদাবাদ ডিভিসনের পোষ্ট্যাল সুপার "হ্যাঁ" এই কথাটি লিখিয়া গ্রামের দুর্দ্দশা ঘোচাইতে পরিতেছেন না—ইহাই তো উদারনীতি, অধিকতর সুবিধা ও সেবা করার মনোভাব।

উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আশু দৃষ্টি দিলে জনসেবার প্রকৃত কাজ করিতে পারিবেন বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস।

—সংবাদদাতা

করাচীর খবরে জানা গেল যে, নির্বাচনের ফলাফলে এবং চালের দাম হু-হু করে বাড়ার জন্যে পূর্ব-পাকিস্তানে হিংসাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

—চালের দর যত বাড়ছে ভুট্টো রহমানের চাল ঠিক আছে।

* * *

'পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে এখনও খেলা'—প্রবন্ধের শিরোনামা।

—'এ কি কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ি'।

* * *

নববর্ষের (ইং) প্রাক্কালে রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি, বি, ঘোষ 'অর্থহীন আদর্শের মোকাবিলা' করতে আহ্বান জানিয়েছেন।

—অর্থযুক্ত সাম্প্রতিক প্রশাসন-প্রশস্তি করেছেন ত?

* * *

গত বৃহস্পতিবার শ্যামপুকুর থানার অভয় মিত্র ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে চড়াও হয়ে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেন কতকগুলি ভাগ্যবান।

—এই রাস্তার নাম 'ভয় অমিত্র ষ্ট্রীট' হোক। আর বাড়ী চড়াও হওয়ার এটা একটা ছোট এক্সপেরিমেন্ট।

* * *

'কলকাতার চেহারা বদলাতে চলেছে'—সি, এম, ডি, এ-র বিজ্ঞাপন।

—বদলাতে চলেছে কি, একেবারে বদলে গেছে ত!

* * *

পয়লা জানুয়ারী হতে হাওড়া-আমতা মার্টিন রেল তুলে দেওয়া হল।

—মুখ আমতা আমতা করার হেতু আছে কি?

প্রাপ্ত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দেশবন্ধু-যতীনদাস পাঠাগার

জঙ্গিপুর সংবাদের মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়, 'দেশবন্ধু যতীনদাস' পাঠাগার সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য জনসাধারণের অবগতির জন্য আপনার অতি জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশ করিলে সবিশেষ বাধিত হইব।

'পাঠাগারের জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষীর' পত্র ও গ্রন্থাগারিক শ্রীস্বদেশ আচার্য মহাশয়ের প্রতিবাদ আমি অতি যত্নের সঙ্গে পাঠ করিয়াছি। শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠাগারের হিতার্থে যে সব প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহা গঠনমূলক বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কিন্তু শ্রীআচার্য তাহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তিনি বিস্তর কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রশ্ন-কর্তার প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।

শুভাকাঙ্ক্ষী বলিয়াছেন, 'দেশ ও অমৃত প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রপত্রিকাগুলো……নাকি বিক্রি ক'রে দেওয়া হ'চ্ছে'। ইহার উত্তরে শ্রীআচার্য বলিয়াছেন, 'যে সকল সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিক্রয় হয়েছিল সেগুলি পোকায় কাটা ও হারানো অর্থাৎ অনিয়মিত।' অতএব দেখা যাইতেছে যে 'বিক্রয় করিয়া দেওয়া' কথাটা মিথ্যা নহে। উপরন্তু, যে সব পত্রপত্রিকা ভবিষ্যতের পাঠকদের প্রয়োজনে আসিতে পারে, তাহা সযত্নে রক্ষা করাই কি গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ছিল না? পোকায় কাটাকে না হয় দৈবদুর্বিপাক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু পত্রপত্রিকা (হয় তো পুস্তকাদিও?) পাঠাগার হইতে হারাইয়া যায় কেন সে প্রশ্ন করিবার অধিকার নিশ্চয়ই জন-সাধারণের আছে।

ইলেকট্রিক বিল সম্বন্ধে শুভাকাঙ্ক্ষী যে হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার উত্তরে শ্রীআচার্য যাহা বলিয়াছেন তাহাও পাঠাগারের সুপরিচালনার পরিচায়ক নহে। ইলেকট্রিক অফিসের বিনা অনুমতিতে (?) অন্যত্র কানেক্শন দেওয়া আইন-সম্মত কিনা সে প্রশ্ন ছাড়াও, তিনি স্বীকার করিয়াছেন, 'অতিরিক্ত ইলেকট্রিক খরচ দিবার প্রতিশ্রুতিতে তাহা দেওয়া হইয়াছিল'। কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইয়াছিল কিনা তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। অতএব সত্য গোপন করিল কে? ইহা ব্যতীত, অনেকদিন সকাল পর্যন্ত পাঠাগারের বাহিরের আলোটি জ্বলিতে দেখা গিয়াছে। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা প্রভৃতিতে অন্যত্র কানেক্শন দিলে কি বে-আইনি করা হয় না এবং ইহাতে কি পাঠাগারের আর্থিক ক্ষতি হয় না?

অবশ্য 'শোনা যায়' বলিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীআচার্য সম্বন্ধে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন তুলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'ইহা সত্য কি'? ইহার উত্তরে শ্রীআচার্য অনেক কথা বলিয়াছেন। অত কথা না বলিয়া শুধু ইহা 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ' এইটুকু শুনিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম। শোনা কথা হয় তো 'মিথ্যা ও ভিত্তিহীন' হইতে পারে। ইহাতে শ্রীআচার্যের অতো [illegible] কারণ কি আছে বুঝিতে পারিলাম না।

গভর্ণমেন্ট [illegible]পন্সর্ড গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার সরকারী নির্দ্দেশ আছে কিনা তাহা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লিখিলেই জানা যাইতে পারে। আর 'সরকারী

নিয়মানুযায়ী গ্রন্থাগার খোলা থাকে' কিনা তাহা পাঠাগারের সভ্যমাত্রই বলিতে পারেন এবং প্রয়োজন হইলে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতে পারে। পাঠাগারের দৈনন্দিন কর্মসূচী জনসাধারণের অবগতির জন্য 'জঙ্গিপুর সংবাদে' প্রকাশ করাকে আমরা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

'বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত স্থানীয় শিশুদের জন্য শিশুবিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব পাঠাগারের আছে কি নাই তাহাও উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জানা যাইতে পারে। পাঠাগারের 'প্রথম সম্পাদক শ্রীবিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একটি শিশুবিভাগ চালনা করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও' ব্যর্থ হইয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টা সাধু ছিল। তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু উহা যদি পাঠাগারের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তাহার জন্য রঘুনাথগঞ্জের জনসাধারণ পাঠাগার কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিবেন।

যাহা হউক, শুভাকাঙ্ক্ষীর পত্র পাঠে তাঁহার গঠনমূলক চিন্তাধারাই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। উহাতে 'ব্যক্তিগত বিদ্বেষ,' 'অপপ্রচার,' 'উদ্দেশ্যমূলক,' 'অসত্যের বেসাতি,' 'কাদাছিটানো,' 'নর্দমা পরিদর্শন' প্রভৃতির নিদর্শন আছে কিনা তাহা পাঠকবর্গ শুভাকাঙ্ক্ষীর পত্র ও শ্রীআচার্যের প্রতিবাদ এই দুটি পাশাপাশি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

মোট কথা, রঘুনাথগঞ্জের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান সকলের প্রচেষ্টায় দিন দিন উন্নত হইয়া রঘুনাথগঞ্জের গৌরব রক্ষা করুক ইহাই আমরা কামনা করি। নিবেদন ইতি—

রঘুনাথগঞ্জের জনৈক
অধিবাসী

*উক্ত পাঠাগার সম্বন্ধে কোন আলোচনা বারান্তরে প্রকাশ করা হইবে না। —সম্পাদক

নোটিশ

মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, বহরমপুর।

এতদ্দ্বারা সকল স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে নোটিশ দেওয়া যাইতেছে যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত জমি মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ্ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কে বন্ধক দিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে ২৫।১।৭১ তারিখের মধ্যে যে কোন দিন অফিস কার্য্যকালে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সহিত উপরে উল্লিখিত অফিসে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আপত্তির বিষয় অবগত করাইবেন।

যে সকল জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিবরণ :—

দরখাস্তকারীর নাম ও ঠিকানা এবং প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ	থানা	পরগণা	তৌজি নং	রেঃ সাঃ নং	জে, এল নং	মৌজা	খতিয়ান নং (হাল)	সম্পূর্ণ দাগ নং সমূহ (হাল)	পরিমাণ এঃ শতক	দেয় খাজনা	খতিয়ানে উল্লিখিত মালিকের নাম
হাজি মহম্মদ মণ্ডল	সাগরদীঘি	গোয়াস	৫২৩	১৩	৮৪	ধলসা	৪৬৯	২৪১	১·৮৪	৫·৭৫ টাকা	মহম্মদ মণ্ডল
গ্রাম ধলসা থানা সাগরদীঘি	"	চুনাখালি	১৩৪ বি১	২৯	৮৩	পানিয়া	১৬	২৯৯, ৫৯১	০·৩৮	২·২৫	" "
জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৪০০ টাকা	"	"	"	"	"	"	১৫	২৯৮, ৫৯০	·৩৫	২·২৫	" "
১। আবদুস্ শুকুর মণ্ডল ২। আবদুল গাফ্ফার মণ্ডল	সাগরদীঘি	আকবরশাহী	৫৩৩	১৩	৮৪	ধলসা	৩৫৩	৪৮৬, ৪৯০, ৫৫৩, ৬৮৪	১·২৬	৩·৯৬	আবদুল শুকুর মণ্ডল আবদুল গাফ্ফার মণ্ডল
গ্রাম ধলসা থানা সাগরদীঘি জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১৯০০ টাকা	"	গোয়াস	৫২৩	১৩	৮৪	ধলসা	৫০৬	৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯	·৬৭	২·০৬	" " "
শ্রীমতী উন্মাদিনী দাসী স্বামী ৺নিধন মণ্ডল গ্রাম কোড়গ্রাম থানা নবগ্রাম জেলা মুর্শিদাবাদ প্রার্থিত কর্জ্জের পরিমাণ ১২০০ টাকা	নবগ্রাম	[illegible]কুনপুর	২৭২১	৪২, ৪৩	১৬	কোড়গ্রাম	১২৬৫	১৯৭, ৩১০, ২০১, ৮০৫	১ ২৭	২·৮৭	উন্মাদিনী দাসী

৫-১-৭১ মুর্শিদাবাদ কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং কমিটির পক্ষে **N. Banerjee,** ম্যানেজার

বিদ্যালয়ের হিসাবপত্রে গোলমালে

তদন্ত রিপোর্ট ?

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৯৬৮—'৬৯ এর হিসাবপত্র জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ হইতে গত আগষ্ট মাসে যে তদন্ত হয়, তাহার সম্পর্কে একটি রিপোর্ট আসিয়াছে। জেলা স্কুল পরিদর্শক মহাশয়ের নং ১৭৪৩২ জি, তাং ৪-১২-৭০ এর পত্রে বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, বিদ্যালয়ের হিসাবপত্র বর্তমান প্রধান শিক্ষক এবং অফিসের উপর আর ন্যস্ত রাখা বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া ঐ রিপোর্টে অভিমত দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই পত্রিকায় ইহার আগে কয়েকবার বিদ্যালয়ের হিসাবপত্রে গণ্ডগোল সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। আশা করি, এই বিদ্যালয়ের একটা সুব্যবস্থা হইবে। প্রকাশ, উক্ত তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে গত ২৭-১২-৭০ এবং ৩১-১২-৭০ তারিখ বিদ্যালয় পরিচালক সমিতির সভায় কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই।

অ্যাসিড বাল্‌ব নিক্ষেপে প্রাণনাশের চেষ্টা

গত ২রা জানুয়ারী শনিবার রাত্রি আনুমানিক ৯-১৫ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক শ্রীশৈলেয়ী-রঞ্জন নাথ মহাশয়কে তাঁহার বাটীর সন্নিকটে পিছন হইতে অ্যাসিড বাল্‌ব ছুঁড়ে মারা হয়। বাল্‌বটি ঘাড়ের পাশ দিয়া গিয়া মাটিতে সশব্দে ফাটিয়া যায়। নাথ মহাশয় সাইকেল আরোহী জনৈক আততায়ীর পশ্চাদ্ধাবন করিলে সে পথিমধ্যে সাইকেল ও শ্লিপার ফেলিয়া পলায়ন করে। বাল্‌বের প্রচণ্ড শব্দে বহু লোকের সমাগম হয়। রাত্রিতেই কয়েকজন প্রতিবেশীর সঙ্গে শৈলেয়ী বাবু পরিত্যক্ত সাইকেল ও শ্লিপার সহ রঘুনাথগঞ্জ থানায় গিয়া F. I. R. করেন ও সাইকেল শ্লিপার জমা দেন। পরদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়া তদন্ত সময়ে একখানি গায়ের চাদর পান। সাইকেল খানিতে A. K. Chakrabarty নাম খোদাই থাকায় পুলিশ উহার পিতার বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া বিশেষ কিছু পান নাই।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যায় যে আমার পিতা হাজী তাজিমুদ্দিন সাং ইসবপুর থানা সমসেরগঞ্জ বয়স অনুমান ৯০ নব্বই বৎসর বর্ত্তমানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাঁহার এই বৃদ্ধ ও স্থবির বয়সে ২য়া স্ত্রীর কবলে বসবাস করিতেছেন। আমি ও আমার ভ্রাতা মহঃ মুসলেম ও আমার উক্ত পিতা কায়িক পরিশ্রম দ্বারা কতক সম্পত্তি অর্জ্জন করি। আমাদের উক্ত পিতা আজ ১৫/১৬ বৎসর হইল হজ যাত্রার সময়ে আমাকে ও আমার উক্ত ভ্রাতাকে কম বেশ ১৬/০ ষোল বিঘা ভূমি মৌখিক দান করিয়া উহার দখল আমাদের বরাবর ত্যাগ করেন ও আমরা তদবধি স্বামীত্বে দখল করিতেছি। বর্ত্তমানে আমাদের পিতার ঐ প্রকার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থার সুযোগে আমাদের উক্ত বিমাতা বা অপর কেহ আমাদের পিতার সহিত কোন প্রকার হস্তান্তরাদির চুক্তি করিলে নিজ দায়িত্বে করিবেন। আমাদের পিতার কোন দলিল করার মত বর্ত্তমানে মানসিক ও শারীরিক অবস্থা নাই।

মহঃ মুসলেম ও তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
সাং ইসবপুর, থানা সমসেরগঞ্জ।

পোলিং ষ্টেশনের খসড়া তালিকা প্রকাশ

জঙ্গীপুর লোকসভার অধীন নিম্নবর্ণিত বিধান সভাগুলির পোলিং ষ্টেশনের খসড়া তালিকা এই মহকুমার সকল বি, ডি, ও অফিস, থানা, সাবরেজেষ্টারী, পৌর অফিসগুলিতে এবং মহকুমা শাসকের অফিসে ১৯৭১ সালের ৪ঠা জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৬নং ফরাক্কা; ৪৭নং সুতী;
৪৮নং জঙ্গীপুর এবং ৪৯নং সাগরদীঘি

এই পোলিং ষ্টেশন সম্পর্কে আপত্তি বা নূতন প্রস্তাবনা থাকিলে মহকুমা শাসকের অফিসে ১৯৭১ সালের ১১ই জানুয়ারীর ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত গৃহীত হবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ ১/৭১

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ৩৮১/৬৮ অন্য

বাদী—শ্রীবামাচরণ প্রামাণিক পিতা মৃত নিত্যগোপাল প্রামাণিক সাং রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ

বনাম

বিবাদী—১। পশ্চিবঙ্গ সরকার সমন কালেক্টার অব মুর্শিদাবাদ, সাং থানা ও পোঃ বহরমপুর জেলা মুর্শিদাবাদ

মোঃ বিবাদী

২। শ্রীমতী কল্যাণী দেবী স্বামী বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কোগ্রাম পোঃ কয়থা থানা নলহাটী মহকুমা রামপুরহাট জেলা বীরভূম

৩। শ্রীশ্রী৺রঘুনাথদেবঠাকুরের সেবাইত মহান্ত গণপতিদাস গোস্বামী সাং দেবীপুর

৪। শ্রীমনোহরপ্রসাদ ভকত সাং নলহাটী

৫। শ্রীশিবশঙ্করপ্রসাদ ভকত সাং নলহাটী

৬। শ্রীরামলগিনপ্রসাদ ভকত সাং নলহাটী

৭। শ্রীমোহনলালপ্রসাদ ভকত সাং নলহাটী মিঞাপুর গ্রামের জনসাধারণ পক্ষে

৮। শ্রীবলরাম সাহা পিতা শ্রীধরণীধর সাহা

৯। শ্রীভোলানাথ ভদ্র পিতা৺ অভয়চন্দ্র ভদ্র সাং মিঞাপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ জেলা মুর্শিদাবাদ

দাবি ২৫৲ টাকা বাবত স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচার

Petition under Or. 1. R. 8

যেহেতু বাদী বামাচরণ প্রামাণিক জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালতে রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন মৌজা শ্রীকান্তবাটী মধ্যে ৪৪নং খতিয়ানের ১৭৭নং দাগ মধ্যে দক্ষিণাংশে ১৩ শতক মধ্যে ১১ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব সাব্যস্তে যাহাতে বিবাদী পক্ষ উক্ত সম্পত্তিতে বাদীর শান্তিপূর্ণ দখলে কস্মিনকালেও কোন বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারেন তন্মর্ম্মে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মোকর্দমা আনয়ন করিয়াছেন। অতএব শ্রীকান্তবাটী মৌজায় জন-সাধারণের কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ধার্য্য ২১/৩/৭১ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবেন তদন্যথায় মোকর্দমার এক তরফা শুনানি হইবে। মর্ম্মে স্থানীয় সংবাদ-পত্রে প্রচার করিয়া বিহিত আদেশ দিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ২৯।৯।৭০

By Order of the Court
Sd/- H. K. Roy, Sheristadar
Munsif 1st Court. Jangipur

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

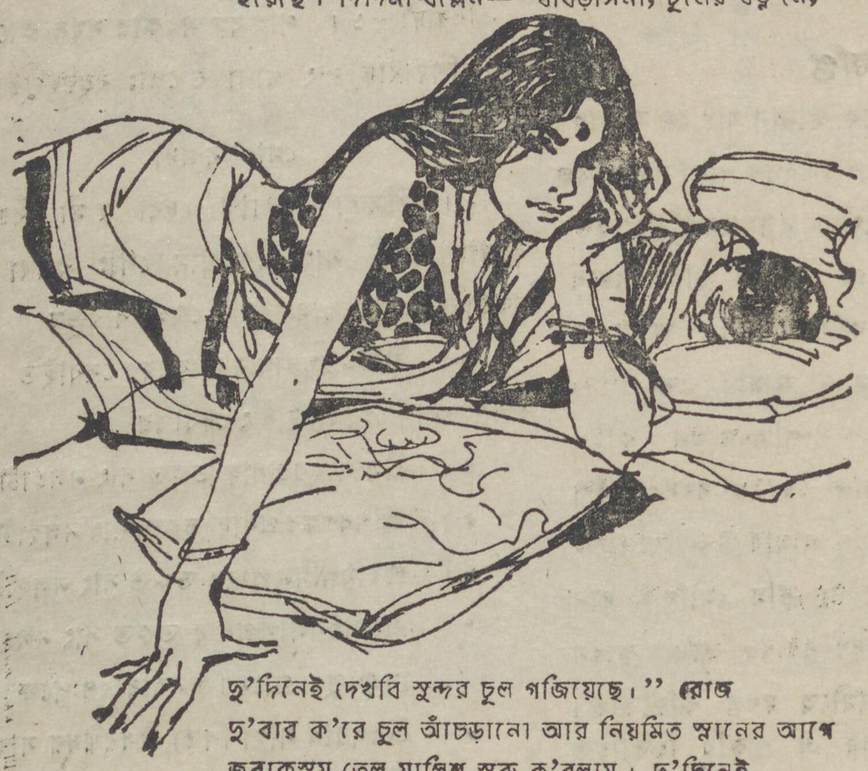

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসীলিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—*শ্রীনবীগোপাল সেন*, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯৭১ সালের প্রারম্ভে

গত ১লা জানুয়ারী শুক্রবার রাত্রি ৮-১৫ ঘটিকার সময় জঙ্গিপুর পৌরসভার পৌরপতি ডাক্তার শ্রীগৌরীপতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেম্বারের দরজা জানালায় পোড়া মবিল মাখাইয়া অগ্নি সংযোগের প্রাক্কালে গৃহস্বামী উহা জানিতে পারায় কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে থানায় গিয়া সমস্ত বিষয় জানান, থানা হইতে তিনজন সি-আর-পি পুলিশ পাঠাইয়া সারারাত পাহারা দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা কোন্ পর্য্যায়ের শত্রুতা!

মহাকাব্য

—অভয়শঙ্কর ভড়

আমরা আবার নতুন করে মহাকাব্য রচনা করবো।
আমাদের রামায়ণ, মহাভারত
কিংবা ওদেশের ইলিয়ড্, অডিসি
বর্তমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তার দাম কতটুকু?
আমাদের রাম জন্মেছে বস্তির চালাঘরে
সীতা না হয় জন্মাক কাছে ফুটপাতে—
আর রাবণ? ওই তো দশতলা বাড়ীর আদুরে দুলাল
বস্ত্রহরণ পালা চলে লেকে, মাঠে ঝোপে, ঝাপে।
কুরুপাণ্ডবের লড়াই বোধহয় শুরু হয়েছে
ডাষ্টবিনটাকে ঘিরে!
ময়লা নোংরা জঞ্জালের মাঝখান থেকে
অন্নসংস্থানের কি ব্যর্থ প্রয়াস!
আমাদের নায়ক ইউলিসিস্ না হয় দেশভ্রমণের ইচ্ছা মেটাক
বণিক সংস্থার প্রাসাদোপম অট্টালিকার অফিসঘরগুলিতে
কর্মসংস্থানের বিনিময়ে—
ছেঁড়া চটির শুকতলা ক্ষুইয়ে ক্ষুইয়ে।
এই-ই তো মহাকাব্য।
জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষগুলির মহান্ গীতি আলেখ্য।

* আই, সি, আই পেইন্ট
* মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
* যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
* ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।
* শালিমার কোম্পানীর সর্ব্বপ্রকার রং এ বিশেষ কমিশন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

বিক্রেতা ঃ—

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
ফোন নং বহরমপুর ২১৯